বরাবর,

চেয়ারম্যান
৪ নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

বিষয়ঃ ৩,৫০,০০০/-(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)টাকা গ্রহণ করে জমি রেজিষ্ট্রি না করে দেওয়া প্রসঙ্গে।

জনাব,

সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, আমি (১) মোছাঃ জাহানারা বেগম, পিতা- জহির উদ্দিন, মাতা মোছাঃ নবুজা বেগম (২) মোছাঃ নিলুফার ইয়াছমিন পিতা- মৃত লিয়াকত আলী (৩) মোঃ ওয়াহিদুল হক, পিতা- মৃত আব্দুস সাদেক, মাতা- মোছাঃ ওয়াহিদা বেগম, গ্রাম- কালিকাপুর বড় কাঞ্চনা, ডাকঘর- দূর্গাপুর বাজার, উপজেলা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর। আমি আপনার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, বিবাদী মোঃ মজিবার রহমান, পিতা- মৃত রহমতুল্লাহ, গ্রাম- কালিকাপুর বড় কাঞ্চনা, ডাকঘর- দূর্গাপুর বাজার, উপজেলা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর। বিবাদী জমি লিখে দেওয়ার কথা বলে ৩,৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে । মৌজার নাম- পূর্ব দূর্গাপুর, জেএল নং- ৫১, দাগ নং- ৬৭০৩ নং দাগে ০.২২ শতক ও ৬৭০৪ নং দাগে জমি ০.০৬ শতক সর্ব জমির পরিমাণঃ ২৮ আটাশ শতক জমি মাত্র। দলিলের স্বাক্ষর করে কিন্তু সাব রেজিষ্ট্রারী অফিসে হাজির হয় নাই। যার কারণে জমিটি রেজিষ্ট্রি করা সম্ভব হয়নি। এতে করে আমরা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হই।

অতএব, মহোদয় সমীপে আকুল আবেদন মানবিক দিক বিবেচনা করে বিবাদী পক্ষকে ডেকে উক্ত জমি রেজিষ্ট্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সদয় মর্জি হয়।

নিবেদক
জমি গ্রহীতাদের পক্ষে

তারিখঃ

(মোঃ ওয়াহিদুল হক)
পিতা- মৃত আব্দুস সাদেক,
মাতা- মোছাঃ ওয়াহিদা বেগম,
গ্রাম- কালিকাপুর বড় কাঞ্চনা,
ডাকঘর- দূর্গাপুর বাজার,
উপজেলা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।

বরাবর,
অফিসার ইন-চার্জ
পার্বতীপুর মডেল থানা,দিনাজপুর।

বিষয় ঃ এজাহার।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আঃ গফুর @ কালু (৪০) পিতা-মৃত আঃ গফফার সাং- ধোবাকল বালাপাড়া থানা-পার্বতীপুর জেলা-দিনাজপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় আমার চাচাতো ভাই রাশেদুজ্জামান এর মাধ্যমে থানায় এইমর্মে এজাহার দাখিল করিতেছি যে, আমি পেশায় একজন কাঠ ব্যবসায়ী। গত ইং ০৪/০৬/২০১৬ তারিখ ব্যবসায়ী প্রয়োজনে পার্বতীপুর থানাধীন খোলাহাটি বাজারে যাই এবং ব্যবসায়িক কাজ শেষে নগদ টাকা লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পার্বতীপুর থানাধীন ধোবাকল পূর্ব বালাপাড়া গ্রামস্থ জনৈক মোঃ আনছারুল ইসলাম এর মুদি দোকানের সামনে কাচা রাস্তায় সন্ধ্যা অনুমান ০৭.৩০ ঘটিকার সময় পৌঁছিলে পূর্ব শত্রুতার জের ধরিয়া আসামী ১। মোঃ আশরাফুল ইসলাম (২৫) পিতা-মৃত আনিছুর রহমান ২। হাবিবুর রহমান (২২) পিতা-মোঃ বাছেদ আলী ৩। ছাইমুল (২৩) পিতা-রাজ ৪। মনিরুল ইসলাম পিতা-সাইদুল হক ৫। মোঃ জাহিদুল ইসলাম (২৩) পিতা-আলাপ উদ্দিন @ সটান ৬। মোঃ হাছান আলী (২৪) পিতা-মৃত আঃ মালেক ৭। মোর্শেদুল হক (২৪) পিতা-আঃ রশিদ ৮। আরমান হোসেন (২২) পিতা-আঃ বাকি ৯। মোঃ সোহেল (৩২) ১০। মোঃ সবুজ (৩০) উভয়পিতা-জয়নাল ১১। জাহাঙ্গীর আলম (৫০) পিতা-অজ্ঞাত সর্বসাং-ধোবাকল বালাপাড়া ১২। মোঃ শহিদুল ইসলাম (৩৫) পিতা-মৃত আঃ রশিদ সাং-পূর্ব দূর্গাপুর থানা-পার্বতীপুর জেলা-দিনাজপুরগণসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৫/৬ জন আসামী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে একই উদ্দেশ্যে হাতে লাঠিসোটা, লোহার রড, ধারালো ছোরা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে বেআইনী জনতায় দলবদ্ধ হইয়া আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। আমি কোনকিছু বুঝে উঠার পূর্বেই ৯নং আসামী অন্যান্য আসামীদেরকে হুকুম দিয়া বলে যে, বেটারে মারপিট করিয়া জীবনের তরে শেষ করিয়া এবং টাকা পয়সাসহ যা কিছু আছে কারিয়া লও। এই হুকুম পাওয়ার সাথে ১,২,৩ ও ৪নং আসামীগণ তাহাদের হাতে থাকা বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়া আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুই পাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাথারীভাবে মারপিট করিয়া গুরুতর রক্তাক্ত হাড়ভাঙ্গা জখম করে। ৫নং আসামী আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার দুই হাত দিয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করে। ৯নং আসামী আমার পকেটে থাকা ব্যবসার- ১,৪০,০০০/-টাকা অসৎ উদ্দেশ্যে চুরি করিয়া লয়। আমার শোর চিৎকারে আমার স্ত্রী মোছাঃ ওবেজা বেগম (৩৮) ঘটনাস্থলে আগাইয়া আসিলে ৬,৭,৮ ও ৯নং আসামীগণ আমার স্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ীভাবে মারপিট করিয়া ছেলাফুলা জখম করে। ১০নং আসামী আমার স্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার দুই হাত দিয়া গলা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করে। ১১ ও ১২নং আসামীদ্বয় আমার স্ত্রীর পড়নের কাপড় চোপড় ও চুলের মুঠি ধরিয়া টানা হেচড়া করিয়া বিবস্ত্র করতঃ শ্লীলতাহানী ঘটায়। আমাদের শোর চিৎকারে সাক্ষী ১। মোঃ সোহারাব হোসেন পিতা- মনকু চাঁন্দিয়া ২। মোঃ আশরাফুল ইসলাম পিতা-কফিল উদ্দিন ৩। মোঃ মাহাবুর রহমান পিতা- সোলেমান আলী সর্বসাং-ধোবাকল থানা-পার্বতীপুর জেলা-দিনাজপুরগণসহ আরোও অনেকে ঘটনাস্থলে আগাইয়া আসিলে আসামীগণ আমাদেরকে প্রকাশ্যে প্রাণনাশ আমার পরিবারের লোকজনের নামে মিথ্যা-মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া হয়রানী করিবে মর্মে হুমকি প্রদান করিয়া ঘটনাস্থল হইতে চলিয়া যায়। সাক্ষীগণের সহযোগীতায় আমি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পার্বতীপুরে ভর্তি হইয়া চিকিৎসা গ্রহণ করি। আমার শারীরিক জখম গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে আমাকে রেফার্ড করিলে আমি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হই। বর্তমানে আমি উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। আমি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় অত্র এজাহার আমার চাচাতো ভাই রাশেদুজ্জামান পিতা-মোঃ লুৎফর রহমান সাং-ধোবাকল ডাঙ্গাপাড়া থানা-পার্বতীপুর জেলা-দিনাজপুর এর মাধ্যমে থানায় এজাহার দাখিলে বিলম্ব হইল।

অতএব, উপরোক্ত বিষয়টি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে জনাবের মর্জি হয়।

বিনীত

টিপসহি

(মোঃ আঃ গফুর @ কালু)

কাহিনীর পর্যালোচনায় এজাহার ইং-০৮/০৬/১৬ তারিখ ০৮.১৫ ঘটিকার সময় পার্বতীপুর মডেল থানার মামলা নং-০৪ তাং-০৮/০৬/১৬ ধারা-১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৭৯/৩৫৪/১১৪/৫০৬(II) দঃবিঃ রুজু করা হইল।
স্বাঃ
০৮/৬/১৬
মোঃ মাহফুজুল আলম
বিপিঃ- ৬৮৯৩০৬৯২২০
পুলিশ পরিদর্শক
অফিসার ইনচার্জ
পার্বতীপুর মডেল থানা, দিনাজপুর

০৮/০৬/১৬

বরাবর,

অফিসার ইনচার্জ,
পার্বতীপুর মডেল থানা, দিনাজপুর।

বিষয় ঃ সাধারণ ডায়রী করার আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি দয়া রানী রায় (৪৫), স্বামী-যোগেন্দ্র নাথ রায়, সাং-ধোবাকল বালাপাড়া, থানা-পার্বতীপুর, জেলা-দিনাজপুর। থানায় আসিয়া এই মর্মে জানাইতেছি যে, বিবাদী-১। মোঃ হানিফ (৪৮), পিতা-মৃত হাফিজুর রহমান, সাং-ধোবাকল বালাপাড়া, থানা-পার্বতীপুর, জেলা-দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যনাল, দিনাজপুরে আমার দায়েরকৃত মোকদ্দমা নং-৫৩০/২০২১ (নারী ও শিশু), ধারা-২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী-২০০৩) আইনের ৯(৪)(খ)/১০ আনয়ন করি। আমি উপরোক্ত বিবাদীর উপরে আনিত উল্লেখিত মামলা তুলিয়া নেওয়ার জন্য বিবাদী নানাভাবে আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে হুমকি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এমতাবস্থায় গত ইং ১৩/০৬/২০২১খ্রিঃ সকাল অনুমান ০৯.৩০ ঘটিকার সময় আমি আমার প্রয়োজনীয় কাজে আমার বসত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাঁকা রাস্তার উপর পৌছাইলে উল্লেখিত বিবাদী আমার সামনে আসিয়া আমাকে অশ্লিল ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকেন এবং মামলা তুলিয়া নেওয়ার জন্য বলেন। তখন আমি বিবাদীকে এইরুপ কার্যকলাপ করার কারন জিজ্ঞেস করিলে বিবাদী লাঠি সোটা লইয়া আসিয়া আমাকে মারার জন্য উদ্যত হয়। উক্ত সময় আমাদের প্রতিবেশী ও পথচারী সাক্ষী-১। বিকাশ চন্দ্র (৩১), পিতা-আশিন চন্দ্র রায়, সাং-আলোকডীঘি, থানা-চিরিরবন্দর, ২। মোঃ আমিনুল ইসলাম (৪০), পিতা-অজ্ঞাত, সাং-ধোবাকল বালাপাড়া, থানা-পার্বতীপুর, উভয় জেলা-দিনাজপুর'দ্বয় সহ স্থানীয় লোকজন আগাইয়া আসিলে বিবাদী আমাকে মারপিট করিতে না পারিয়া যাওয়ার সময় আমাকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করিয়া ঘটনাস্থল হইতে চলিয়া যায়। ঘটনার বিষয়টি অনেকেই জানে, শুনিয়াছেন, এবং দেখিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য সাধারণ ডায়রীভূক্ত করার আবেদন করিতেছি।

অতএব, উপরোক্ত বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য ডায়রীভূক্ত করিয়া রাখিতে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

(দয়া রানী রায়)
মোবাঃ ০১৭৮৯-২৬১৭৮৩

অফিসার ইনচার্জ,
পার্বতীপুর মডেল থানা, দিনাজপুর।

বিষয় ঃ এজাহার।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি সুশান্ত সরকার (৩২), পিতা-মৃত বিরেন চন্দ্র সরকার, সাং- ধোবাকল, থানা-পার্বতীপুর, জেলা-দিনাজপুর। থানায় হাজির হইয়া এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করিতেছি যে, নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া উহার কিছু অংশে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা, বাঁশঝার ও বসতবাড়ী নির্মান করতঃ শান্তিপূর্নভাবে বসবাস করিয়া আসিতেছি। আসামী ১। মোঃ শাহিন সুবেদার (৫৮), পিতা-মৃত আঃ রশিদ, ২। মোঃ আমিনুল ইসলাম (৩৫), ৩। মোঃ আরথিন (২২), উভয়পিতা-মোঃ শাহিন সুবেদার, ৪। মোঃ সিয়াম (২০), পিতা-মোঃ মোস্তাক, সর্বসাং- ধোবাকল, ৫। মোঃ বাদল (২০), পিতা-মোঃ আমিনুল ইসলাম, সাং-ধোবাকল (বালাপাড়া), সর্বথানা-পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুরগন দীর্ঘদিন যাবৎ নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি জোরপূর্বক জবরদখল করার পায়তারা করিয়া আসিতেছে। ইং ২১/০৪/১৯ তারিখ সকাল অনুমান ১১.০০ ঘটিকার সময় উল্লিখিত আসামীগন পূর্ব- পরিকল্পিত ভাবে একই উদ্দেশ্যে হাতে লাঠিসোটা, লোহার রড, সাবোল, হাসুয়া, কুড়াল ইত্যাদি লইয়া বে-আইনী জনতায় দলবদ্ধ হইয়া নিম্ন তফশীল বর্নিত সম্পত্তিতে অনধীকার প্রবেশ করতঃ বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিতে থাকে। উক্ত বিষয়টি দেখার পর আমিসহ আমার পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আসামীগনকে বাঁশঝাড় হইতে বাঁশ কাটিতে বাধানিষেধ করিলে ১নং আসামী মোঃ শাহিন সুবেদার উত্তেজিত হইয়া ২নং আসামী মোঃ আমিনুল ইসলামকে হুকুম দিয়া বলে যে, ব্যাটাকে মারিয়া শেষ করিয়া দাও। উক্ত হুকুম পাওয়া মাত্রই ২নং আসামী মোঃ আমিনুল ইসলাম তাহার হাতেথাকা কুড়ালদ্বারা আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আগাইয়া আসে। আমিসহ আমার পরিবারের লোকজন আসামীগনের ভয়ে দৌড়ে বসতবাড়ীতে প্রবেশ করিলে সকল আসামীগন আমার বাঁশঝাড় হইতে অনুমান ৭০/৮০ টি বাঁশ কাটিয়া চুরি করিয়া অপরিচিত ৪টি ভ্যানগাড়ী যোগে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। যাহার অনুমান মুল্য ২৪,০০০/-(চব্বিশ হাজার) টাকা। উক্ত সময় ১নং আসামী আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি প্রদান করে ও বলে যে, আসামীরা পরবর্তীতে আরো বাঁশ কাটিবে সেই সময় আমিসহ আমার পরিবারের লোকজন আসামীগনকে বাঁশ কাটিতে বাধানিষেধ করিলে মারপিট করিয়া বসতভিটা ছাড়া করিবে মর্মে হুমকি প্রদান করে। এই ঘটনা সাক্ষী ১। মোঃ এরশাদ (৫৫), পিত-মৃত ইউসুফ, সাং-বাগবার, থানা-বদরগঞ্জ, জেলা-রংপুর, ২। বিমল চন্দ্র সরকার (৫২), পিতা-মৃত উমা কান্ত, ৩। নিখিল চন্দ্র সরকার (৩৮), পিতা-মৃত তারাপদ সরকার, উভয়সাং-ধোবাকল, থানা-পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুরগনসহ আশপাশের লোকজন অনেকে দেখে ও শোনে। প্রকাশ থাকে যে, ইং ২১/০৪/১৯ তারিখ বিকাল অনুমান ০৩.৩০ ঘটিকার সময় ২নং সাক্ষী বিমল চন্দ্র সরকার বাড়ী হইতে খোলাহাটি বাজারে উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া ধোবাকল ঈদগাঁহ মাঠ (রেললাইন সংলগ্ন) পৌছামাত্র ২নং আসামী মোঃ আমিনুল ইসলাম ও ৪নং আসামী মোঃ সিয়ামদ্বয় সাক্ষী বিমল চন্দ্র সরকারকে পথরোধ করিয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। সাক্ষী বিমল চন্দ্র সরকার আসামীদ্বয়কে গালিগালাজ করিতে বাধানিষেধ করিলে আসামীদ্বয় উত্তেজিত হইয়া বিমল চন্দ্র সরকারকে এলোপাতারী কিলঘুশি মারিয়া গলাধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলাইয়া দিয়া বিভিন্ন প্রকার ভয়ভীতি, প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করিয়া চলিয়া যায়। বিষয়টি স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করিয়া পরিবারের লোকজনের সহিত আলোচনা করতঃ থানায় এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইল।

বাদীর কম্পিউটার মুদ্রিত এজাহার ইং ০৩/৫/২০১৯ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকার সময় প্রাপ্ত হইয়া পার্বতীপুর মডেল থানার মামলা নং ০৪ তাং ০৩/৫/২০১৯ ইং ধারা ১৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩৭৯/৫০৬/১১৪ দঃবিঃ রুজু করা হইল।
০৩/০৫/২০১৯

দেখিলাম
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত নং-৫, দিনাজপুর

তফশীলঃ-

জেলা-দিনাজপুর, থানা-পার্বতীপুর, মৌজা-ধোবাকল, জে,এল,নং-৪৯।

খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমান
সিএস-০৬	৩৯৭৯	ডাঙ্গা	১.১৩ একর।

অতএব, মহোদয় উক্ত বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনে জনাবের মর্জি হয়।

বিনীত

সুশান্ত সরকার
(সুশান্ত সরকার)
মোবাঃ ০১৭২৪-৬৮১৫৮৬

গ্রহণ: ২৭/০৬/২৫
মামলা নং- ৩০/২৫

বরাবর,

চেয়ারম্যান,
০৪নং পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ,
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

বিষয়ঃ সু-বিচারের জন্য আবেদন।

প্রার্থী-	প্রতিপক্ষ-
মোঃ আবুল কালাম (৬৫), পিতা মৃত- আকবর আলী, সাং- ধোবাকল, খিয়ারপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।	১। মোঃ হাবিউল ইসলাম (৩৬), পিতা- মোঃ আবুল কালাম, ২। মোছাঃ চাম্পা বেগম (৩০), স্বামী- মোঃ হাবিউল ইসলাম, উভয় সাং- ধোবাকল, খিয়ারপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আপনার পরিষদে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে আকুল আবেদন করিতেছি যে, নিম্ন তফসীল বর্ণিত সম্পত্তি জনৈক (১) মরহুম আমিনুল হক, পিতা মৃত- দানেশ মামুদ প্রাং, (২) মরহুম আঃ জব্বার প্রাং, পিতা মৃত- আকালু প্রাং, উভয় সাং- ধোবাকল, খিয়ারপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুরদ্বয়-দলিল নং- ৬১৪৮, তারিখ- ১০/০৬/১৯৮৯ইং সালে আমার নিজ নামে কবলা দলিল হিসাবে হস্তান্তর করেন। আমি সেই হইতে উল্লেখিত সম্পত্তিতে বসত বাড়ী নির্মান করিয়া পরিবার পরিজন লইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস এবং অবশিষ্ট সম্পত্তিতে বাঁশ ঝাড় ও বিভিন্ন প্রকার চাষাবাদ করিয়া ভোগ-দখল করে আসিতেছি। গত প্রায় ০৮ (আট) বছর পূর্বে, আমার প্রথমা স্ত্রী হালিমা বেগম বার্ধক্য জনিত কারনে মৃত্যু বরণ করিলে, আমি দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া আমার স্ত্রী মোছাঃ চম্পা বেগম (৪৫)এর সহিত ঘর সংসার করিতে থাকি। উপরোক্ত প্রতিপক্ষদ্বয় আমাকে আমার নিজ নামীয় সম্পত্তি ভোগ-দখলে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নতার সৃষ্টি করে এবং আমার বসত বাড়ীর চলাচলের রাস্তায় বেড়া-চাটি দিয়া প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমি ও আমার স্ত্রী প্রতিপক্ষদ্বয়কে বহুবার সুধরানোর চেষ্টা করিয়া বিফল হই। ইং ১৪/০৩/২০২৩ তারিখ বেলা অনুমান ০২.৩০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত প্রতিপক্ষদ্বয় আমার কবলাকৃত ভোগ-দখলীয় নিম্ন তফসীল বর্ণিত তাহাদের বলিয়া মিথ্যা দাবী করিয়া জোর পূর্বক জবর দখল করার চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে, প্রতিপক্ষদ্বয় আমার উল্লেখিত সম্পত্তির বাঁশ ঝাড়ের বড় বাঁশা নামীয় ১০ (দশ)টি বাঁশ, যাহার মূল্য অনুমান- ৩,০০০/- টাকা জোর পূর্বক কাটিয়া নিয়া যাইতে থাকে। আমি ও আমার স্ত্রী মোছাঃ চম্পা বেগম প্রতিপক্ষদ্বয়কে বাধা নিষেধ করিলে, তাহারা আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং ১নং প্রতিপক্ষ তাহার হাতে থাকা দা' এর ডেরা দিয়া আমাকে এলোপাতারী ভাবে মারডাং করিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোলাফুলা কালশিরাপড়া জখম করে। ২নং প্রতিপক্ষ আমাকে এলোপাতারী ভাবে কিলঘুষি চড়-থাপ্পর মারিয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোলাফুলা জখম করে। আমার স্ত্রী আমাকে রক্ষার্থে আগাইয়া আসে। ১নং প্রতিপক্ষ আমার স্ত্রীকে স্বজোরে লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলাইয়া দেয়। ইহাতে, আমার স্ত্রী বিবস্ত্র হইয়া পড়ে। আমি ও আমার স্ত্রী নিজেদের রক্ষার্থে ডাক চিৎকার করিতে থাকি। আমাদের ডাক চিৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী লোকজন এবং স্বাক্ষী ১। মোঃ আমজাদ আলী (৪০), পিতা মৃত- আঃ গফুর, ২। মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৮), পিতা মৃত- ছমির উদ্দিন, উভয় সাং- ধোবাকল, খিয়ারপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুরদ্বয়- ছাড়াও আরও অনেকে ঘটনাস্থলে আগাইয়া আসিয়া প্রতিপক্ষদের কবল হইতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে জখমী অবস্থায় উদ্ধার করেন। স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রতিপক্ষদ্বয় আমাদেরকে প্রকাশ্যে প্রাণ নাশের হুমকি প্রদান করে এবং বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে। পরবর্তীতে, আমি জখমী অবস্থায় স্বাক্ষীদের সহযোগীতায় জনৈক ব্যক্তির ভ্যান যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হলদীবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুরে যাই। কর্তব্যরত ডাক্তার আমাকে উন্নত চিকিৎসা প্রদানের স্বার্থে হাসপাতালে ভর্তি করেন। আমার স্ত্রী স্থানীয় ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা গ্রহন করে। স্থানীয় প্রতিনিধি-গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করিয়া আপনাকে অবগত করিতে বিলম্ব হইল।

তফসীল

জেলা- দিনাজপুর, থানা- পার্বতীপুর, মৌজা- ধোবাকল, জে. এল নং- ৪৯

খতিয়ান	দাগ	রকম	পরিমাণ
৩৪১/৩৫৫	৭৯৭৪	বাস্তু	৫২ শতকের মধ্যে ১০ শতক

অতএব, উপরোক্ত বিষয়টি সরে জমিনে তদন্ত পূর্বক আমাকে সু-বিচার দানে জনাবের মর্জি হয়।

বিনীত

কালাম

তারিখ-

(মোঃ আবুল কালাম)
মোবাইল নং- ০১৩০৭-৯৮৪৬০৫